কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

সম্মুখঃ

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০১৯-এর ডাব্লিউ.পি..এ ১৭৬৫০

জামিনী কান্ত মণ্ডল ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্য	শ্রী সৌমেন কুমার দত্ত শ্রী সুভাষ জানা শ্রী অমল কৃষ্ণ সামন্ত.....আইনজীবীগণ
রাজ্যের পক্ষে	শ্রী জয়ন্ত সামন্ত শ্রী বেনজির আহমেদ... আইনজীবীগন
সংরক্ষিতঃ	০৩ .১০.২০২৩
রায়ঃ	০৯.১০.২০২৩

বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য.:-

১. আবেদনকারীরা ১৮.০৬.২০১৩ তারিখের নন্দকুমার থানা মামলা নং ১৭৩ এর সাথে সম্পর্কিত আটকের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি রিট অফ ম্যান্ডামাস জারি করার জন্য এবং উক্ত মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য আরও নির্দেশনার জন্য আবেদন করেছেন।

২. আবেদনকারী নং ১ হলেন শ্বশুর, আবেদনকারী নং ২ হলেন শাশুড়ি এবং আবেদনকারী নং ৩ হলেন ৫ম বিবাদীর শ্যালক। ৫ম বিবাদী নন্দকুমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে ১১.০২.২০১৩ তারিখে এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর তিনি তার মেয়েকে বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখতে পান। এই তথ্যের ভিত্তিতে নন্দকুমার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে ২০১৩ সালের ৫ নম্বর মামলা শুরু করা হয়েছে। অতএব, অভিযোগ পাওয়ার পর মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে

নন্দকুমার থানা মামলা নং ১৭৫, ২০১৩ তারিখ ১৮.০৬.২০১৩ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে। তদন্ত শেষে, অভিযুক্ত/রিট আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে চার্জশিট দাখিল করা হয়। তমলুকের বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ দায়রা জজ পূর্ব মেদিনীপুরের কাছে স্থানান্তর করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তৃতীয় আদালত, তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, এস.টি. নং -০২(০১) ২০১৬ তারিখে ১২.১২.২০১৮ তারিখে একটি রায় প্রদান করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি/রিট আবেদনকারীরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে তাদের বিরুদ্ধে আনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হননি। তদনুসারে, রিট আবেদনকারীদের ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৫ (১) ধারার অধীনে খালাস দেওয়া হয়।

৩. উপরোক্ত ফৌজদারি মামলায় খালাস পাওয়ার পর এই রিট পিটিশনটি দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ করে যে তদন্তকারী সংস্থার ভুল ও অনুপযুক্ত তদন্তের কারণে আবেদনকারীদের অবৈধভাবে জড়িত করা হয়েছিল যার জন্য রিট আবেদনকারীদের অবৈধভাবে আটক করতে হয়েছিল। এই বিষয়ে রিট আবেদনকারীরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য উত্তরদাতা রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং উত্তরদাতাদের উপর উল্লিখিত পুলিশকে পুনরায় তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী সৌমেন কুমার দত্ত যুক্তি দেন যে সত্যকে সমর্থন করা আইন আদালতের বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং এর জন্য একটি সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি যুক্তি দেন যে তদন্তকারী সংস্থাটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে মামলাটি তদন্ত করেনি। তিনি যুক্তি দেন যে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আদালত একটি শিশুর মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত আরও তদন্তের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি **(২০১৬) ৪ SCC ১৬০ এ রিপোর্ট করা ধর্মপাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা** মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন এবং

ভারতী তামাং বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ১৫ এসসিসি ৫৭৮-এ রিপোর্ট করেছেন। তিনি আরও বলেন যে যেহেতু আবেদনকারীদের অবৈধভাবে আটক করা হয়েছিল, তাই এই আদালতকে ক্ষতিপূরণের প্রকৃতির অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ পাস করা উচিত এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে আবেদনকারীরা ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের জীবন ও স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে শ্রী দত্ত নিম্নলিখিত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত।

(ক) রুদুল শাহ বনাম বিহার রাজ্য এবং আরেকজন এ. আই. আর ১৯৮৩ এস. সি ১০৮৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে

(খ) ভীম সিং, বিধায়ক বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং অন্যান্যরা এআইআর ১৯৮৬ এসসি ৪৯৪-এ রিপোর্ট করেছেন

(গ) এস. নাম্বি নারায়ণন বনাম সিবি ম্যাথিউস এবং অন্যান্যরা (২০১৮) ১০ এস. সি. সি ৮০৪

(ঘ) এ আই আর (২০১৯) এসসি ১৪৫৭-এ রিপোর্ট করা অংকুশ মারুতি শিন্ডে এবং অন্যান্যরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য

৫. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী সামন্ত বলেন যে তদন্ত সংস্থাটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালিয়েছে। ফৌজদারি মামলায় খালাস পাওয়ার পরে আবেদনকারীরা ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বিবেচনার জন্য এই রিট পিটিশন দায়ের করেছেন যা তাত্ক্ষণিক মামলার তথ্যে টেকসই নয়। তিনি বলেন যে এই রিট পিটিশনটি বরখাস্ত হতে পারে।

৬. পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং বিষয়বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করে স্থাপন করা হয়েছে।

৭. রিট আবেদনকারীরা রিট আবেদনের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে তদন্তের সময় এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে ব্যক্তিগত বিবাদীর বক্তব্য বিবেচনা করার পর, পুলিশ আবেদনকারীর জড়িত থাকার বিষয়টি খুঁজে পেয়েছে

উপরোক্ত অপরাধ এবং এর ফলে আবেদনকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে পরবর্তীকালে আবেদনকারীরা জামিনে মুক্তি পেয়েছে।

৮. রেকর্ড প্রকাশ করে যে আবেদনকারীরা অতিরিক্ত -এর কাছে গিয়েছিলেন জেলা ও দায়রা জজ, ৩ "আদালত, তামলুক এস. সি. মামলা নং ২৬৪ (৫) ১৪-এ আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২/৩৪-এর অধীনে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। এই ধরনের আবেদনটি বিদ্বান বিচার বিচারক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদনকারীরা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০১ এবং ধারা ৪৮২-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন যা ২০১৫ সালের সি. আর. আর ১৪৪৪ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। বিদ্বান একক বিচারক, ১৯.১১.২০১৫ তারিখের একটি রায় এবং আদেশ দ্বারা, ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন যার ফলে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ৩ নং আদালত, তামলুক দ্বারা জারি করা ২৪.০৩.২০১৫ তারিখের আদেশটি নিশ্চিত করে।

৯. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১২.১২.২০১৮ তারিখের এক রায় এবং আদেশে, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে পর্যবেক্ষণ করেন যে, প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি পর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা মেনে, যে কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে না, অভিযুক্ত ব্যক্তি/রিট আবেদনকারীদের সন্দেহের সুযোগ দিয়েছেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রায় দেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে তাদের বিরুদ্ধে আনা অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হননি এবং ফলস্বরূপ তাদের ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৫(১) ধারার অধীনে খালাস দেওয়া হয়েছে।

১০. মামলায় তদন্তের পর্যায়ে আবেদনকারীদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বিচারের পর আবেদনকারীদের নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিল। তাই আবেদনকারীকে আটক রাখা হয়েছিল,

আইন এবং একই জিনিসকে, কল্পনার কোন সীমা দ্বারা, অবৈধ বা বেআইনি বলা যাবে না।

১১. ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়মের ১৬৪ ধারা এবং ১৬১ ধারার অধীনে দেওয়া বিবৃতির উল্লেখ করে, মিঃ দত্ত যুক্তি দেবেন যে ৫ম বিবাদী পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উপকরণের উল্লেখ করে, শ্রী দত্ত এই আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে তদন্তটি সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়নি।

১২. পূর্বে যেমনটি দেখা গেছে, রিট আবেদনকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪/৩৪ ধারার অধীনে তাদের বিরুদ্ধে আনা অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক তাদের খালাস দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ১২.১২.২০১৮ তারিখের রায় রিট আবেদনকারীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ১২.১২.২০১৮ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে কোনও রিট আদালত আপিল করতে পারে না।

১৩. এই রিট পিটিশনের শুনানি চলাকালীন শ্রী দত্ত বলেন যে, রিট আবেদনকারীরা চান যে, শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রায় ৫ মাস বয়সী একটি শিশুর মৃত্যুর সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য যথাযথ তদন্ত করা হোক। আবেদনকারীদের কাছে যদি সত্য উদ্ঘাটনের জন্য কোনও উপকরণ থাকে, তবে তা হবে আইন অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাদের জন্য উন্মুক্ত।

১৪. ধরম পাল (উপরোক্ত) মামলায় যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য পড়েছিল তা হল বিচার শুরু হওয়ার পরে তদন্তটি সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করার জন্য কোনও নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে কিনা। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে নতুন করে, নতুন করে বা পুনর্বিবেচনার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা সাংবিধানিক আদালতের হাতে ন্যস্ত হওয়ায়, কিছু সাক্ষীর বিচার শুরু করা এবং পরীক্ষা করা উক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি পরম বাধা হতে পারে না যা ন্যায্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।এবং ন্যায়সঙ্গত তদন্ত। সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে

অন্য সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের জন্য সেই নির্দেশটি খুব কম সময়ে জারি করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তটি আলাদা করা যেতে পারে হাতে থাকা মামলার ক্ষেত্রে তথ্যের কোনও প্রয়োগ নেই।

১৫. ভারতী তামাং (উপরে)-এ চার্জশিট বাতিল করার জন্য একটি রিট আবেদন করা হয়েছিল যে অভিযোগ করা হয়েছিল যে পুরো তদন্ত যা প্রাথমিকভাবে রাজ্য পুলিশ এবং তারপরে সিআইডি এবং পরে সিবিআই দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা সমস্ত ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার পরে মতামত দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্র পুলিশ বা সিআইডি দ্বারা প্রসিকিউশন দ্বারা মামলার কার্যক্রম এবং সিবিআই দ্বারা এটি গ্রহণ করার পরে সন্তোষজনক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়নি।সুপ্রিম কোর্ট আরও উল্লেখ করেছে যে, এই ঘটনা ঘটার পর অনেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি দেখা দিয়েছে এবং প্রধান অভিযুক্তরা সুপ্রিম কোর্টের রায় পাসের তারিখ পর্যন্ত পলাতক থাকায় দেখা গেছে যে, এই তথ্যটি প্রকাশ করে যে প্রসিকিউশন এজেন্সি এবং তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গুরুত্বের অভাব ছিল। এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে তদন্তটি সিবিআই দ্বারা অব্যাহত ছিল তবে তার যুগ্ম অধিকর্তার দ্বারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। উপরের বেশ কয়েকটি নির্দেশনা ছাড়াও এই সিদ্ধান্তটি পৃথকভাবে গৃহীত হয়েছিল।তথ্যের উপর আবেদনকারীকে কোনও সাহায্য করা হয় না।

১৬. রুদুল সাহ (উপরে) মামলায় আবেদনকারীকে বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক খালাস পাওয়ার ১৪ বছরেরও বেশি সময় পরে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। খালাস পাওয়ার পরেও আবেদনকারীকে এত দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রাখা বেআইনি বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং এই কারণেই মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আবেদনকারীকে রাষ্ট্র এবং তার দোষী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা করার অনুমতি দেয়। উক্ত রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের তথ্য স্পষ্টভাবে স্পষ্ট এবং তাই, এটি আবেদনকারীর পক্ষে কোনও সহায়ক নয়।

১৭. ভীম সিং (উপরে) না হয়ে আটকের একটি মামলা নিয়ে কাজ করেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট আরও উল্লেখ করে যে, এই ধরনের ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির না করেও হেফাজতে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছিল। এই ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, ২১ ও ২২ (২) অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন হয়েছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়। তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক হওয়ার কারণে উক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণযোগ্য নয়।হাতের ক্ষেত্রে যে কোনও পদ্ধতিতে প্রয়োগ করুন।

১৮. এস. নাম্বি নারায়ণন (উপরে উল্লিখিত) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-এর জমা দেওয়া রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ জারি করে, যেখানে দেখা গেছে যে রাজ্য পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা পুরো মামলাটি বিদ্বেষপূর্ণ ছিল এবং এটি আপিলকারীর জন্য প্রচণ্ড হয়রানি ও অপরিমেয় যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের ৩৪ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার সময় যে নীতিগুলি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা কোনও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যেখানে অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিচারের পরে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় না।উল্লিখিত প্রতিবেদনে বর্ণিত ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে পড়ে।

১৯. 'অঙ্কুশ মারুতি শিন্ডে' (উপরে উল্লিখিত) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মামলার অদ্ভুত তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অভিযুক্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এটা ঠিক যে ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত নির্দেশাবলী অনুপাত নির্ধারণ করে না এবং তাই এটিকে একটি বাধ্যতামূলক নজির হিসাবে গড়ে তোলার মৌলিক ভিত্তি হারায়। পাঞ্জাব রাজ্য বনাম রফিক মাস্ত (হোয়াইটওয়াশার)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট (২০১৪) ৮ নম্বর এস. সি. সি ৮৮৩-তে এইভাবে রায় দেয় -

'' ১২. ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদটি পরিপূরক প্রকৃতির এবং এটি মূল বিধানগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না, যদিও এগুলি আইনের মূল বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমন একটি ক্ষমতা যা আইনের চেয়ে ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেয়। এটি আইনের কঠোর কঠোরতার বিপরীতে একটি ন্যায়বিচার-ভিত্তিক পদ্ধতি। আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী সাধারণত একটিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, স্বস্তি গঠনের প্রকৃতিতে এবং অন্যটি আইনের ঘোষণা হিসাবে। সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদে বিবেচনা করা হয়েছে "আইনের ঘোষণা": হল দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রকাশিত বা অপরিহার্যভাবে নিহিত বক্তৃতা। ইন্ডিয়ান ব্যাংক বনাম এবিএস মেরিন প্রোডাক্টস (পি) লিমিটেড, রাম প্রবেশ সিং বনাম বিহার রাজ্য এবং ইউ.পি. বনাম নীরজ অবস্থি রাজ্য মামলায় এই আদালত নীতিটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছেন এই বলে যে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে জারি করা নির্দেশাবলী ভারতের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের মতো বাধ্যতামূলক নজির গঠন করে না। এগুলি যথাযথ ন্যায়বিচার এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য জারি করা নির্দেশিকা, ভারতীয় সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আইন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। আদালত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রায়ের কার্যকরী অংশে ত্রাণকে পৃথকীকরণ এবং পৃথকীকরণ করেছে, যা আইনের বিরুদ্ধে ঘোষিত। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের নির্দেশাবলী, যা আইনের প্রয়োগকে শিথিল করে বা বিশেষ ঘটনা এবং পরিস্থিতির বিবেচনায় আইনের কঠোরতা থেকে মামলাকে অব্যাহতি দেয়, তা অনুপাতের সিদ্ধান্তকে অন্তর্ভুক্ত করে না এবং তাই এটিকে একটি বাধ্যতামূলক নজির হিসাবে গড়ে তোলার মূল ভিত্তি হারায়। এই আদালত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের দিগন্তকে সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের আওতার বাইরে রেখে এবং আদালতের একটি নির্দেশ ঘোষণা করে যা মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির বিশেষত্বের সাথে তার রঙ পরিবর্তন করে।

২০. আইনের পূর্বোক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে -এর জন্য নির্দেশনা অঙ্কুশ মারুতি শিন্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদান বলা যাবে নাএকটি বাধ্যতামূলক নজির।

২১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যদিও সাংবিধানিক আদালতের নতুন করে, নতুন করে বা পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তবে মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে এই ধরনের নির্দেশগুলি খুব কমই জারি করতে হবে। আবেদনকারীরা এখানে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য কোনও মামলা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা পুলিশ মামলার পুনর্বিবেচনা। তা ছাড়া, আবেদনকারীরা এখানে

ইতিমধ্যে বিচারের পরে উক্ত ফৌজদারি মামলায় খালাস পেয়েছেন। হাতে থাকা মামলায় রাষ্ট্রের দ্বারা শুরু করা প্রসিকিউশনকে বিদ্বেষপূর্ণ বলা যায় না। আবেদনকারীদের আটকের আগে এখানে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে ছিল এবং তাই একে অবৈধ বা বেআইনি বলা যায় না।

২২. যেহেতু আবেদনকারীদের আটককে বেআইনি বা অবৈধ বলা যায় না, তাই এই আদালত বিবেচনা করে যে -এর জন্য কোনও নির্দেশ নেই হাতে থাকা ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত।

২৩. উপরোক্ত সমস্ত কারণে রিট পিটিশন খারিজ হয়ে যায়। রিট পিটিশন খারিজ করা আবেদনকারীদের বাধা দেবে না আইন অনুযায়ী যথাযথ কার্যধারা শুরু করা থেকে।

২৪. তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৫. জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য)

(পি. এ. সঞ্চিতা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal